

রক্তদান শ্রেষ্ঠ দান

রবীন্দ্রনাথের পূজারিণী কবিতায় ‘শ্রীমতী’ বুদ্ধের দাসী তার জীবনের শেষ অর্ঘ্য নিবেদন করেছিলেন রক্ত দিয়ে। রক্ত শব্দটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে জীবনের সংজ্ঞা, যে জীবন অমূল্য, যে জীবন দিতে পারে সুখ, সমৃদ্ধি, সাধনা, জয় ও সর্বোপরি আনন্দ। প্রচলিত কথায় বলে রক্তের টান। এই টানই গড়ে তোলে সংসার, গড়ে তোলে সমাজ, গড়ে তোলে জন্মভূমিতে শেকড়ের টান এবং এখান থেকেই গড়ে ওঠে দেশপ্রেম যা শিরায় শিরায় ঝিলিক দিয়ে মনে করিয়ে দেয় নেতাজীর সেই দেশ গঠনের ডাক— “তোমরা আমায় রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব...”। পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ দান হলো রক্তদান। এই দানের বিনিময়ে প্রাপ্ত হয় স্বর্গীয় অনুভূতির। আবার এই দান যদি সমাজ কল্যাণে ব্যবহৃত হয় তবে তা হয়ে ওঠে অতুলনীয়। একজন মৃত্যুপথযাত্রীর কাছে রক্তের মূল্য যেকোনো কিছুই বিনিময়ে অপরিশোধ্য।

একটি তাজা প্রাণ রক্ষা করতে রক্তের প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি যখন একটি সুস্থ সবল মানুষকে সচেতন করে তুলতে পারে, দেশের

নাগরিকগণ যে সুসভ্য, শিক্ষিত ও শান্তির পথে অগ্রগামী একথা প্রমাণ করে। শারীরিক দিক থেকে রক্তদানের উপকারিতা যেমন প্রচারে বিশেষ প্রয়োজন, সেই সঙ্গে রক্তদানের মধ্য দিয়ে আসে মানসিক পরিতৃপ্তি। সামান্য একটু রক্তদান এনে দিতে পারে শ্রেষ্ঠ সম্পদ, দিতে পারে বিশ্ব প্রেম, ভ্রাতৃত্ব, দিতে পারে জগতের সকল কল্যাণকর পরম শান্তি। মানুষের একান্ত আপন, একান্ত ব্যক্তিগত, একান্ত অনার্জিত ধন এই রক্ত। এই রক্তদান নিষ্কলুষ পবিত্র যা কাউকে বিভ্রমণায় ফেলে না, শুধু সকলের মঙ্গল কামনা করে। রক্তদানের অভিজ্ঞতা আমার দীর্ঘ বাইশ বছরের। এই সুদীর্ঘ সময়ে রক্তদানের মাধ্যমে আমি উপলব্ধি করেছি অনাবিল আনন্দ ও মানসিক তৃপ্তি। তাই সকলকে জীবনে অন্তত একটিবার ভয়, ভীতি, শঙ্কা দূর করে এই আনন্দে शामिल হবার জন্য আহ্বান জানাই। পরিশেষে প্রার্থনা করি, এই শুভ উদ্যোগে সকল রাজ্যবাসী যেন এগিয়ে আসে, দুঃস্থ প্রতিবেশীকে সুস্থ করার জন্য হাত বাড়িয়ে দেয়।

— মৌসুমী বিশ্বাস,
ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিপুরা।